বর্তমান সরকারের সাড়ে আট বছরের (জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত) সাফল্য চিত্র

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

www.mowca.gov.bd

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়েরসাড়ে আট বছরের (জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত) সাফল্য চিত্র

পৃষ্ঠপোষকতায়

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

জাতীয় মহিলা সংস্থা

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

সংকলন ও সম্পাদনায়

প্রশাসন-১ শাখা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

www.mowca.gov.bd

সূচিপত্র

	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
মুখবন্ধ		০১-০২
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর		০৩-১৩
০১.	দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচি	০৩
০২.	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি	০৪
০৩.	কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি	০৪
০৪.	মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	০৫
০৫.	দুঃস্থ ও প্রশিক্ষিত নারীদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সহায়তার উদ্দেশ্যে সেলাই মেশিন ক্রয় ও বিতরণ	০৫
০৬.	দুঃস্থ মহিলা ও শিশু সাহায্য তহবিল	০৬
০৭.	জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণশীর্ষক কর্মসূচি	০৬
০৮.	মহিলা সহায়তা কর্মসূচির ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল ও মহিলা সহায়তা কেন্দ্র	০৬
০৯.	গাজীপুর মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র	০৭
১০.	জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ শীর্ষক কার্যক্রম	০৭
১১.	সচেতনতা সৃষ্টিতে গৃহীত এবং চলমান কার্যক্রম	০৮
	❖ মানব পাচার প্রতিরোধ	০৮
	❖ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ	০৮
	❖ কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি রোধ	০৮
	❖ বাল্যবিবাহ নিরোধ	০৯
	❖ অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি	০৯
১২.	চাকুরি বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্র	১০
১৩.	দারিদ্র বিমোচন মাতৃত্বকালীন ভাতাপ্রাপ্ত মা'দের জন্য 'স্বপ্নপ্যাকেজ' কর্মসূচী	১০
১৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ, সুনামগঞ্জ, কর্মসূচী	১১
১৫.	জেলা পর্যায়ে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র(WTC) সমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প	১১
১৬.	ট্রেনিং ফর ডিজএডভানটেজ ওমেন অন রেডিমেড গার্মেন্টস (আরএমজি) জিরানী, গাজীপুর	১১
১৭.	শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	১১
১৮.	হাসপাতাল কার্যক্রম	১১

১৯. গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ১২
২০. ইনকাম জেনারেটিং এক্টিভিটিস (আইজিএ) ট্রেনিং অফ উইমেন ১২
২১. নালিতাবাড়ী উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল কাম ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন ১২
২২. জেনারেশন ব্রেক থ্রু প্রকল্প ১৩
২৩. সোনাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াইহাজার ও মঠবাড়ীয়া উপজেলায় ট্রেনিং সেন্টার ও হোষ্টেল নির্মাণ ১৩
২৪. জয়িতা ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ১৩
নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম ১৪-১৫
০১. ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) ১৪
০২. ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল ১৪
০৩. ডিএনএ ল্যাবরেটরী ১৪
০৪. ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার ১৪
০৫. ন্যাশনাল ডাটাবেইজ অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন এন্ড চিলড্রেন ১৪
০৬. নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার ১৪
০৭. আইন ও নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা ১৫
০৮. ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স ১৫
জাতীয় মহিলা সংস্থা ১৬-২২
* দক্ষতা উন্নয়নমুলক প্রশিক্ষণ ১৬
* নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল ১৬
নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ ১৬
যৌতুক ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ১৬
কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল ১৬
শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ১৬
ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ১৬
* মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ১৬
* স্ব-কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রম (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল) ১৭
* আমার ইন্টারনেট আমার আয় শীর্ষক কর্মসূচি ১৭
* মহিলাদের আইটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ১৭
* বিশেষায়িত আধুনিক ট্রেড প্রশিক্ষণ (৫টি ট্রেড) কর্মসূচি ১৭
* বিশেষায়িত আধুনিক ট্রেড প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিউটিফিকেশন) ১৭
* ক্যাটারিং (খাদ্য প্রস্তুতকরণ, সংরক্ষণ ও সার্ভিসিং)প্রশিক্ষণ, জেলা পর্যায় কর্মসূচি ১৮

* জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৮

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ১৮

* অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

* জেলাভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা) ১৯

* নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত) ২০

বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র ২০

* নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) ২০

তথ্য আপা ২১

* ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) ২১

(ক) ডোর টু ডোর সেবা প্রদান ২১

(খ) উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ২১

(গ) প্রকল্পের প্রযুক্তি সেবা প্রদানঃ ২২

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ২৩-২৫

০১. বাংলাদেশ শিশু একাডেমী: চারুকলা কার্যক্রম ২৩

০২. বাংলাদেশ শিশু একাডেমী: লাইব্রেরী কার্যক্রম ২৩

০৩. শিশুদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২৩

০৪. শিশু অধিকার সপ্তাহ ২৪

০৫. বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রকাশনা কার্যক্রম ২৪

০৬. জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২৪

০৭. শিশু আনন্দমেলা ২৫

০৮. আন্তর্জাতিক শিশু সাংস্কৃতিক দল বিনিময় কার্যক্রম ২৫

০৯. ০৯। শিশুদের মৌসুমী প্রতিযোগিতা ২৫

মন্ত্রণালয় এর অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ ২৬

০১. শিশু দিবাযত্ন কর্মসূচি ২৬

০২. কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলকর্মসূচি ২৬

০৩. কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোষ্টেল নির্মাণ, বড় আশুলিয়া সাভার, ঢাকা ২৬

০৪. মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণপ্রকল্প ২৬

০৫. গার্মেন্টস কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি ২৬

গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন ২৭

সাফল্যের আলোকচিত্র ২৮-৪০

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বর্তমান সরকারের সাড়ে আট বছরের (জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত) সাফল্য চিত্র

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বাংলাদেশের নারীদের জন্যে নতুন যুগের সূচনা করে। মুক্তিযুদ্ধে বাংলার অসংখ্য নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এবং তারা বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কর্তৃক 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড' গঠনের মাধ্যমে শুরু হয় মহিলাদের উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ নারী ক্ষমতায়নে কার্যক্রমসমূহ এবং ব্রান্ডিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে **'শেখ হাসিনার বারতা, নারী পুরুষ সমতা'** শ্লোগানটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও নারীর ক্ষমতায়ন সুসংহতকরণ, শিশু সুরক্ষা ও শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে এমডিজি'র সফলতা অর্জন, এসডিজি'র ৫নং গোল জেন্ডার সমতা অর্জনের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্নমুখী কর্মসূচী ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল বিশ্বে রোল মডেল। এর স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ইউএন উইমেন 'প্লানেট ৫০: ৫০ চ্যাম্পিয়ন' ও গ্লোবাল পার্টনারশীপ ফোরাম 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড-২০১৬' প্রদান করে। এতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী শিক্ষার প্রতি অঙ্গীকারের জন্য তিনি ২০১৪ সালে ইউনেস্কোর 'পিস ট্রি' পুরস্কার পান।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে ই-নথি ব্যবস্থাপনা, শুদ্ধাচার কৌশল, নিত্য নতুন উদ্ভাবন, সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাচার রোধ, যৌতুক নিরোধ, নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা দূরীকরণার্থে আইন প্রণয়ন, নারী ও শিশুদের কল্যাণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগসহ নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়ক বিবিধ কর্মসূচি ও ১৭ টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে।

প্লানেট ফিফটি ফিফটি এওয়ার্ড এবং এজেন্ট অব চেঞ্জ এ্যাওয়ার্ড পুরস্কার প্রাপ্তি বাংলাদেশের সকল নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ। যার সাফল্যে নারীরা আজ সমাজকে আলোকিত করেছে। এ পুরস্কার এ দেশের সকল নারীর।

নারী অধিকার সুরক্ষাসহ নারীকে দেশের সকল উন্নয়নের স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে গত **সাড়ে আট** বছরে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পদক্ষেপ ও সাফল্যসমূহ নিম্নরূপঃ

নারীর ক্ষমতায়নঃ

i) রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ

- জাতীয় সংসদে প্রথমবারের মত নারী স্পিকার নিয়োজিত রয়েছেন;
- এছাড়া সংসদ নেতা, উপনেতা এবং বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে নারীরা দায়িত্ব পালন করছেন;
- মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীসহ ২ জন পূর্ণ মন্ত্রী এবং ৩ জন প্রতিমন্ত্রীসহ মোট ৫জন নারী মন্ত্রী দায়িত্ব পালন করছেন;
- জাতীয় সংসদে মোট আসন সংখ্যা ৩৫০টি, এর মধ্যে ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত;
- নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্য ২১ জন। সেই হিসাবে বর্তমানে জাতীয় সংসদে সর্বমোট ৭১জন নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন;
- ২০১৫ সালে প্রকাশিত গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রির্পোট অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এখন বিশ্বে ৬ষ্ঠ স্থানে;
- উপজেলা পরিষদে ১টি করে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান-এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে;
- প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য ৩টি করে সংরক্ষিত আসন রাখা হয়েছে;
- বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৪৫৪০টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। সে হিসেবে সংরক্ষিত আসনে সর্বমোট ১৩,৬২০ জন নারী সদস্য রয়েছেন।

ii) প্রশাসনিক ক্ষমতায়নঃ

- বর্তমানে ৭ জন নারী সচিব পদে এবং ৭৮ জন নারী অতিরিক্ত সচিব পদে দায়িত্ব পালন করছেন;
- বর্তমান সরকার সর্ব প্রথম জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে একজন নারী অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম-কে নিয়োগ প্রদান করেছে ;
- আওয়ামী লীগ সরকার সর্ব প্রথম সচিব পদে নারীকে নিয়োগ প্রদান করেছে;
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি পদে একজন নারী দায়িত্ব পালন করছেন;
- আওয়ামী লীগ সরকার সর্ব প্রথম রাষ্ট্রদূত, সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী, সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে নারী বিচারপতি, হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার পদে নারী নিয়োগ করেছে;
- সরকার প্রথমবারের নারী 'নির্বাচন কমিশনার' হিসাবে জনাব কবিতা খানম-কে নিয়োগ করেছে
- বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ডেপুটি গভর্ণর পদেও ইতঃপূর্বে একজন নারী দায়িত্ব পালন করেছে। ফলে নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে দৃশ্যমান হচ্ছে।

রাষ্ট্র ও সমাজের মূল স্রোতধারায় নারী উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় যুগোপযোগী বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে এবং কতিপয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমান সরকারের সাড়ে আট বছরের (জানুয়ারী ২০০৯ সাল থেকে জুন ২০১৭ সাল পর্যন্ত) যে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে তা উপস্থাপন করা হলো।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর রাষ্ট্র ও সমাজের মূল স্রোতধারায় নারী উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় দেশের ৬৪টি জেলা এবং ৪২৮টি উপজেলায় রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় যুগোপযোগী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের এ কার্যক্রম দেশের নারী সমাজের উন্নয়নকে আরও বেগবান করেছে। জানুয়ারী ২০০৯ সাল থেকে জুন ২০১৭ সাল পর্যন্ত যে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

০১। দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচি

ভিজিডি কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকারের একটি সর্ববৃহৎ Safety Net Programme (সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি)। দুঃস্থ ও অসহায় এবং সক্ষম মহিলাদের উন্নয়ন স্থায়িত্বের জন্য খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি তাদের স্বাবলম্বী/আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে উন্নয়ন প্যাকেজ সেবার আওতায় নির্বাচিত এনজিওর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির উপকারভোগীরা ১০০% মহিলা। প্রতিটি চক্র দুই বছর অর্থাৎ ২৪ মাস মেয়াদী।

এ কর্মসূচির মাধ্যমে অতিদরিদ্র গ্রামীন মহিলাদের 2016 সাল হতে মেশিনে সেলাইকৃত 'মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর' নামাংকিত ব্র্যান্ডিং ৩০ কেজি চালের বস্তা বিতরণ করা হচ্ছে। সহায়তার পাশাপাশি সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত প্রতি চক্রে ৭,৫০,০০০ জন উপকারভোগী মহিলাকে সামাজিক সচেতনতাবৃদ্ধি ও আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় আঞ্চলিক পর্যায়ে এনজিও কার্যক্রম সম্পর্কিত ইনসেপশন/অগ্রগতি বিষয়ক কর্মশালা

প্রকল্পের আওতায় ০৭ জেলার মোট ০৮ টি উপজেলায় ICVGD (Investment component for Vulnerable Group Development) প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান। এ কার্যক্রমের আওতায় ০৮ হাজার উপকারভোগী মহিলাকে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে ব্যবসা পরিচালনার জন্য মাথাপিছু এককালীন ১৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

অতি দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন স্থায়িত্বের জন্য নির্বাচিত এনজিও'র মাধ্যমে জানুয়ারী/২০০৯ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ৪০,০০,০০০ ভিজিডি উপকার ভোগীকে আয়বর্ধক ও সামাজিক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০১৩ সাল হতে ভিজিডি উপভোগকারী মাকে দৈহিক শক্তি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পুষ্টি চাল বিতরণ করা হচ্ছে। ইতঃপূর্বে চীন থেকে পুষ্টি চাল আমদানী করা হতো। বর্তমানে দেশের ০২টি কোম্পানী কারনেল প্রস্তুত করছে। ০৯টি রাইস মিল ১০০টি সাধারণ চালের সাথে একটি কারনেল মিশিয়ে পুষ্টি চাল প্রস্তুত করছে। এতে করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে ৩৫টি উপজেলার প্রায় ০১ লাখ মহিলাকে পুষ্টি চাল বিতরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় আঞ্চলিক পর্যায়ে এনজিও কার্যক্রম সম্পর্কিত অগ্রগতি বিষয়ক কর্মশালা

বর্তমান ২০১৭-২০১৮ ভিজিডি চক্র জানুয়ারী/২০১৭ হতে শুরু হয়েছে। বর্তমান সরকার অতিদরিদ্র গ্রামীণ মহিলাদের দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে মানবিক উদ্যোগ হিসেবে **২০১৭-২০১৮ চক্র হতে উপকারভোগীর সংখ্যা ১০,০০০০০ (দশলক্ষ) জনে উন্নীত করেছে।**

জানুয়ারী ২০০৯ সাল থেকে জুন ২০১৭ সাল পর্যন্ত ভিজিডি প্রকল্পে প্রশিক্ষণ বাবদ বরাদ্দ ও ব্যয়ের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সময়কাল	পরিমাণগত (প্রতি ২ বৎসরমেয়াদী ভিজিডি চক্রে উপকারভোগীর সংখ্যা-৭,৫০,০০০ জন)	
	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
২০০৯-২০১০	৬২২৯৩.৫২	৬০০৭৬.০১
২০১০-২০১১	৭৩৫৫৬.৬৩	৬৮০২১.০০
২০১১-২০১২	৮১৬৬৪.৮০	৭৯৬৪৪.৭৫
২০১২-২০১৩	৮৯৭১৯.৬৯	৮৩১০৫.৪৭
২০১৩-২০১৪	৮৭৪৯১.৫২	৮৬৬৮৩.১০
২০১৪-২০১৫	৯৩১৯১.৫৬	৯০৫২৭.১৯
২০১৫-২০১৬	১০৩৭৯৯.৬৭	১০২২০১.৮৬
২০১৬-২০১৭	*124411.34*	*123482.62*

০২। দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি

পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র, গর্ভবতী মায়েদের অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে তাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করার জন্য ২০০৭-০৮ অর্থ বছর হতে ''দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা'' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কার্যক্রমটি চলমান। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, মাতৃদুগ্ধ পানের হার বৃদ্ধি, গর্ভাবস্থায় উন্নত পুষ্টি উপাদান গ্রহণ বৃদ্ধি, ইপিআই ও পরিবার পরিকল্পনা প্রহণের হার বৃদ্ধি জন্ম নিবন্ধন ও বাল্য বিবাহ নিবন্ধনে উদ্বুদ্ধকরণ।

এ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের ভাতা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ১৫,৩০,৭৮০ জন মা'কে ভাতা বাবদ ১০১৬.৪৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমানে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ৩৬০ কোটি টাকা দেশের ৬৪টি জেলার ৪৯১টি উপজেলার ৪৫৬০টি ইউনিয়নে ৬০০০০০ জন মাকে মাসিক ৫০০.০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের উপস্থাপিত বাজেটে ভাতাভোগীর সংখ্যা ০৫ (পাঁচ) লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে।

০৩। কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি

কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচিটি বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বর্তমান সরকার ২০১১-২০১২ অর্থ বছর হতে এ কর্মসূচিটিকে সেফটিনেট কর্মসূচি হিসেবে চালূ করেছে। মাতৃ মৃত্যু হার হ্রাসকরণে এ কর্মসূচি গুরুত্ব অত্যাধিক। শহর অঞ্চলের কর্মজীবী দরিদ্র গর্ভবতী মা'দের পুষ্টি চাহিদা পূরণে বর্তমান ৫০০/- টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কর্মসূচির

মাধ্যমে প্রত্যেক উপকারভোগীকে জীবনে একবার ২ বছরের জন্য সেবা প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৯,০৮,৮২৭ জন। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ২,০০,০০০ জনে উন্নীত করা হয়েছে।

কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি'র বিভাগীয় পর্যালোচনা কর্মশালা

দারিদ্র নিরসন, মা ও শিশুর মৃত্যুহার হ্রাস, মাতৃদুগ্ধ পানের হার বৃদ্ধি, গর্ভাবস্থায় পুষ্টি উপাদান গ্রহণ, প্রসব ও প্রসবোত্তর সেবার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা, ইপিআই ও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার বৃদ্ধি, যৌতুক, তালাক ও বাল্যবিবাহ রোধ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জেলা পর্যায়ে ১২ টি সিটি কর্পোরেশন ও ৫৩টি পৌরসভা এবং উপজেলা পর্যায়ে ২৭২টি পৌরসভা এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এর পোষাক কারাখানায় এনজিও/সিবিও'র মাধ্যমে উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে।

০৪। মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। দেশের অবহেলিত ও বঞ্চিত মহিলা জনগোষ্ঠির আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি,তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও উৎপাদনশীলতার দিক উন্মোচন করে তাদেরকে আত্ম নির্ভরশীল করে গড়ে তোলাই এ কার্যক্রমের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মহিলারা ঋণের অর্থ দিয়ে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি যেমন সেলাই মেশিন ক্রয়, গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগী পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৎস্য চাষ, নার্সারী ইত্যাদি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ ছাড়া এ ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যেমন- স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার, ছেলে-মেয়েদের স্কুলে প্রেরণ, জন্ম নিবন্ধন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশুদের রোগ প্রতিষেধক টিকা ও ইনজেকশন প্রদান, বিশুদ্ধ পানি পান, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ নিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করা হয়ে থাকে।

মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম কর্মসূচিটি ২০০৩-০৪ হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলার আওতাধীন ৪৮৮টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। **এটা একটি চলমান** কর্মসূচি। ২০০৩-০৪ হতে এ পর্যন্ত ৪০.৫০ (চল্লিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। যা ক্রমপুঞ্জিত ভাবে এ পর্যন্ত ১,২০,০৯১ জন দুঃস্থ ও অসহায় মহিলার মধ্যে ১১৪.০৪৭৮(একশত চৌদ্দ কোটি চার লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত আদায়কৃত অর্থের পরিমান ৮৭.৫৩২৬ (সাতাশি কোটি তেপান্ন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার) টাকা। এ ঋণ দ্বারা মহিলাদের আয়বর্ধক কার্যক্রম যেমন-সেলাই মেশিন ক্রয়, গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগী পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৎস্য চাষ, নার্সারী ইত্যাদি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তারা বর্তমানে স্বামী বা পরিবারের উপর নির্ভরশীল নহে।

জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৪৮৮টি সদর উপজেলাসহ ৮.২৫ (আট কোটি পঁচিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেয়া হলেও উক্ত অর্থ ক্রমপুঞ্জিত ভাবে ৬৩.৪৯৩৬ (তেষট্টি কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার) টাকা ৫৯,২৮৭ জন দুঃস্থ ও অসহায় মহিলার মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। দুঃস্থ মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ৫% সার্ভিস চার্জে ৫০০০ হতে ১৫০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ৬৪টি জেলার ৪৯১টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন এ কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ৯.২০ লক্ষ জন।

০৫। দুঃস্থ ও প্রশিক্ষিত নারীদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সহায়তার উদ্দেশ্যে সেলাই মেশিন ক্রয় ও বিতরণ

নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতি, দুঃস্থ ও প্রশিক্ষিত নারীদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর সেলাই মেশিন ক্রয় করা হয় এবং বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে বিতরণ করা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৬ সাল পর্যন্ত মোট ২৫৩৪টি পা-চালিত সেলাই মেশিন ক্রয় করা হয়েছে এবং দরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য তা বিতরণ করা হচ্ছে।

দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

তাছাড়া চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ২.০০ (দুই কোটি) টাকা দ্বারা সেলাই মেশিন ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে দরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য বিতরণ করা হবে।

০৬। দুঃস্থ মহিলা ও শিশু সাহায্য তহবিল

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর মাধ্যমে অনাথ, পঙ্গু, নিরাশ্রয়, স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা, আর্থিক দুর্দশাগ্রস্থ মহিলা ও শিশুদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য 'দুঃস্থ মহিলা ও শিশু সাহায্য তহবিল' নামে পরিচালিত হচ্ছে। জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১৮৬৭ জন দুঃস্থ মহিলা ও শিশুকে ১১.৬৩ (এগারো কোটি তেষট্টি লক্ষ) টাকা সাহায্য প্রদান করা হয়।

০৭। জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শীর্ষক কর্মসূচি

জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অধীনে ৬৪টি জেলায় দুঃস্থ, অসহায়, শিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেডে আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৪-২০১৭ পর্যন্ত মোট ৩৮,৪০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রতি জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে বিদ্যমান মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে কমপক্ষে ৫টি ট্রেডের অনুকূলে চুক্তি ভিত্তিক মাসিক ১১,০০০/- টাকা বেতনে ৫ জন প্রশিক্ষক নির্বাচন পূর্বক কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। মোট প্রশিক্ষক (৬৪ জেলা × ৫ জন)=৩২০ জন।

জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ০৩ (তিন) অর্থ বছরে মোট ৩৮,৪০০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ বাবদ ১০.২৬/- (দশ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

০৮। মহিলা সহায়তা কর্মসূচির ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল ও মহিলা সহায়তা কেন্দ্র

অসহায় নির্যাতিত মহিলাদের দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে একটি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল ও মহিলা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সেলের মাধ্যমে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে নির্যাতিত নারীদের সহায়তা প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

(১) অসহায় নির্যাতিত মহিলাদের বিনা খরচে আইনগত পরামর্শ প্রদান;
(২) নির্যাতিতা ও অসহায় নারীদের অভিযোগ গ্রহণ এবং বিনামূল্যে আইনী সহায়তা দান;
(৩) বাদী ও বিবাদী পক্ষের মধ্যে সালিশ/কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে পারিবারিক কলহ মীমাংসা করা;
(৪) পারিবারিক নির্যাতনের শিকার নারীদের ভরণ পোষণ আদায়ের ব্যবস্থা করা;
(৫) নির্যাতিতা ও তালাক প্রাপ্ত নারীদের দেনমোহর আদায়ের ব্যবস্থা করা;
(৬) নাবালক সন্তানের খোরপোষ আদায়ের ব্যবস্থা করা;
(৭) যৌতুক প্রথাকে নিরুৎসাহিত করা;
(৮) বাল্য বিবাহ নিরোধের পক্ষে কাজ করা;

(৯) বিনা খরচে সেলে নিয়োজিত আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে বিচার পরিচালনায় সহায়তা করা;

(১০) মামলার ফলো-আপ;

(১১) পত্রিকায় প্রকাশিত নারী নির্যাতন সংক্রান্ত ঘটনার তথ্য সংরক্ষণ এবং ফলো-আপ;

(১২) নির্যাতিত ও আশ্রয়হীন নারীদের বিনা খরচে (ছয়) মাস পর্যন্ত (দু'টি সন্তানসহ অনুর্ধ ১২ বছরের নীচে) সহায়তা কেন্দ্রে আশ্রয় প্রদান;

(১৩) সহায়তা কেন্দ্রে আশ্রিত নারী ও শিশুদের বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান;

(১৪) সমাজে পুর্নবাসনের লক্ষ্যে সহায়তা কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সময়ে নারীদের বিনা খরচে প্রশিক্ষণ প্রদান।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল ও মহিলা সহায়তা কেন্দ্রে জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা 3603টি যার মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয় 3426টি অভিযোগ। এ পর্যন্ত ১৭২২ জন মহিলাকে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং দেনমোহর, খোরপোষ ও ভরন পোষণ বাবদ আদায়কৃত টাকার পরিমাণ 3,75,58,072/- (তিন কোটি পঁচাত্তর লক্ষ আটান্ন হাজার বাহাত্তর) টাকা।

০৯। গাজীপুর মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন কারণে আটকাকৃত মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আশ্রয়ের গাজীপুর জেলায় একটি হেফাজতী নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত এ কেন্দ্রে আশ্রয় প্রদানের সংখ্যা 1143 জন এবং অব্যাহতির সংখ্যা 842 জন। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সেবাসমূহ প্রদান করা হয়ে থাকে।

- আদালত কর্তৃক প্রেরিত হেফাজতীদের বিচার চলাকালীন সময়ে আবাসন কেন্দ্রে আশ্রয়েরব্যবস্থা করা হয়।
- নির্ধারিত শুনানীর দিনে নিজস্ব যানবাহনে পর্যাপ্ত পুলিশ প্রহরা সহ নিরাপত্তার সাথে কোর্টে হাজির করা এবং কোর্ট হতে আবাসন কেন্দ্রে ফেরত আনা হয়।
- আবাসন কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সময়ে বিনা মূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়।
- বিশেষ বিশেষ দিবসে হেফাজতীদের বিশেষ খাবার পরিবেশন করা হয়।
- আশ্রয়কালীন সময়ে তাদের দক্ষ জনসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- হেফাজতীদের কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

১০। জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ শীর্ষক কার্যক্রম

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জয়িতাদের চিহ্নিত করে তাদের যথাযথ সম্মান, স্বীকৃতি ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে সমাজের আপামর নারীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করা এবং তাঁদের জয়িতা হতে অনুপ্রাণীত করা হচ্ছে। নারীর অগ্রযাত্রায় সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে জয়িতাদের অগ্রসর হওয়ার পথ সুগম করা হচ্ছে, ফলশ্রুতিতে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবসের মূল চেতনার সাথে সংগতি রেখে গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠে দিবস গুলো যথাযথ ভাবে উদযাপন করা হয়।

ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের পুরস্কার প্রদান

❖ **জয়িতা নির্বাচনের পাঁচ ক্যাটগরী:**

- অর্থনৈতিক ভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী।
- শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী।
- সফল জননী নারী।
- নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করেছেন যে নারী।
- সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী।

২০১৩ হতে ২০১৭ পর্যন্ত জয়িতা অন্বেষণে ইউনিয়ন থেকে প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা 31318টি এবং উপজেলা হতে মনোনীত জয়িতার সংখ্যা 9234 জন। এ সময়ে জেলায় সম্মাননা প্রদানকৃত জয়িতার সংখ্যা 1278 জন এবং বিভাগীয় পর্যায়ে সম্মাননা প্রদানকৃত জয়িতার সংখ্যা-145 জন।

১১। সচেতনতা সৃষ্টিতে গৃহীত এবং চলমান কার্যক্রম

❖ মানব পাচার প্রতিরোধ

নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে উপকারভোগীদের সচেতন করেন। এ সকল কর্মসূচির তথ্য সংগ্রহপূর্বক সন্নিবেশিত আকারে প্রতিবেদন প্রতিমাসে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত 68,227টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে মোট 48,90,247 জন উপকারভোগীকে মানব পাচার বিষয়ে সচেতন করা হয়।

২০১১ সালে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে যে সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কাজ করছে তাদের সমন্বয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নেতৃত্বে "Alliance to Combat Trafficking in Women and Children (ACTWC)" নামে একটি জোট গঠন করা হয়েছে।

❖ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ

বাল্যবিবাহ হতে পরিত্রাণ পেয়েছে এমন শিশুদের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত জেলা/ উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্য সংকলন করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রতিমাসে প্রেরণ করা হচ্ছে। দেশের ৬৪টি জেলা ও জেলাধীন উপজেলা সমূহে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত মনিটরিং সবসময় চলমান রয়েছে। ২০১৫ হতে ২০১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ২763 জন শিশু বাল্যবিবাহ হতে পরিত্রাণ পেয়েছে।

বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৭-২০৩০ (খসড়া চূড়ান্তকরণ শীর্ষক কর্মশালা

❖ কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি রোধ

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী রোধে মহামান্য আদালতের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রীট পিটিশন এর আলোকে অত্র অধিদপ্তরে ২০১০ সালে একটি Complaint কমিটি গঠন করা হয়েছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নীচ তলায় একটি অভিযোগ বাক্স রাখা হয়েছে যেখানে অভিযোগকারী মৌখিক ও টেলিফোনে কিংবা লিখিত অভিযোগ প্রদান করতে পারেন। ইতোমধ্যে Complaint কমিটি একটি

অভিযোগের তদন্ত কার্য সম্পাদন করেছে। অধিদপ্তরের Complaint কমিটির সভা প্রতি দুই মাস পর পর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি রোধে দেশের ৬৪টি জেলায় Complaint কমিটি গঠন করা হয়েছে।

❖ বাল্যবিবাহ নিরোধ

বাল্য বিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সমাজের সাধারণ মানুষের মাঝে বিশেষ করে মহিলাদের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সভা, সেমিনার, উঠান বৈঠক, বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রামে উক্ত বিষয়ে আলোচনাসহ বিশেষ দিবসে মানববন্ধন করা হয়। এছাড়াও ভিডিও প্রদর্শনী, কাজী ও পুরোহিতদের নিকট থেকে বাল্যবিবাহ পড়ানো হবে না মর্মে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। এসকল কর্মকান্ডের ফলে ঐ সকল এলাকায় আগের তুলনায় বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে এবং অনেক এলাকা বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ দিবস-২০১৭ পালন উপলক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত মানবন্ধন

❖ অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ভিজিডি কর্মসূচি, কিশোর-কিশোরী ক্লাব কর্মসূচির প্রশিক্ষণ মডিউলসহ অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির উপকার ভোগীদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এবং অটিজম ও নিউরোডেভেল-মেন্টাল বিষয়টি অত্র দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভায় এজেন্ডাভুক্ত করা হয়েছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে ২০১৪ সালে অটিজম ও নিউরোডেভেল -মেন্টাল ডিজ্যাবিলিটিজ বিষয়ক সমস্যা নিরসনে ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট সেল গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলা ও জেলাধীন উপজেলাসমূহে ১৪৬ জন জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে অটিজম বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

১২। চাকুরি বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্র

শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত, দক্ষ-অদক্ষ, চাকুরী প্রত্যাশী নারীদেরকে চাকুরী প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষে চাকুরী সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ ও চাকুরীতে নারীদের কোটা পূরণের বিষয়ে সচেতনতা ও ফলো-আপ করার নিমিত্ত মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন মহিলা সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় "চাকুরী বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্র" দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে আসছে। সরকারী, বেসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, এনজিও, শিক্ষকতা, সেবাধর্মী ইত্যাদী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী প্রাপ্তিতে নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ। সর্বোপরি নারীদেরকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের উপযুক্ত চাকুরীর সন্ধান প্রদানের মাধ্যমে চাকুরীতে অংশ গ্রহনে উৎসাহী করা ।

এ ছাড়াও সরকারী পর্যায়ে মহিলাদের জন্য গেজেটেড/কর্মকর্তা পদে ১০% এবং ননগেজেটেড/কর্মচারী পদে ১৫% কোটা সঠিকভাবে সংরক্ষণের বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ রক্ষা করা।

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত গেজেটেড ১০% এবং ননগেজেটেড ১৫% নারী কোটা পূরণের বিষয়টি নিবিড় পর্যবেক্ষণের লক্ষে ষান্মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এদের অধীনস্থ বিভাগ/ব্যুরো/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/উইংসমূহে নির্ধারিত ছকসহ মহাপরিচালক মহোদয়ের স্বাক্ষরে পত্র প্রেরন করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়।

এ পর্যন্ত চাকুরি বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্র নিবন্ধীকৃত নারীর সংখ্যা 648 জন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরিত আবেদন পত্রের সংখ্যা 4505 জন। এছাড়াও যে সকল প্রতিষ্ঠানে আবেদনপত্র প্রেরণ করা হয়েছে তার সংখ্যা- 546 জন।

১৩। দারিদ্র বিমোচন মাতৃত্বকালীন ভাতাপ্রাপ্ত মা'দের জন্য 'স্বপ্নপ্যাকেজ' কর্মসূচী

১০টি জেলার ১০টি উপজেলা (গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া, গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ, নোয়াখালী জেলার চাটখিল, লক্ষীপুর জেলার রামগতি, নাটোর জেলার সিংড়া, মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল, মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর, ভোলা জেলার দৌলতখান, কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার ৭০০ জন উপকারভোগী মা'দের স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন সহ আবাসন সহায়তা দেয়া হয়েছে। ২০১২ হতে ২০১৭ পর্যন্ত ৫৭.৫০ (সাতান্ন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ব্যয়ে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়।

দরিদ্র বিমোচনে মাতৃত্বকালীন ভারপ্রাপ্ত মা'দের জন্য স্বপ্নপ্যাকেজ শীর্ষক কর্মসূচির পর্যালোচনা বিষয়ক মতবিনিময় কর্মশালা

- দারিদ্র বিমোচনে ২ বছরের পাইলট কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- মার্তৃত্ব ভাতাভোগী দরিদ্র মা'দের সহায়তা দিয়ে 'স্বপ্ন' বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন নিশ্চিত করা।
- সরকার কর্তৃক মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রাপ্তদের।
- স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি কার্ড বিতরণ।
- শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিনোদন কার্ড বিতরণ।
- স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন সহ আবাসন সহায়তা।
- জীবিকায়নের জন্য উপকরণ প্রদান।

১৪। কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ, সুনামগঞ্জ, কর্মসূচী

বাংলাদেশের গরীব, গৃহহীন, এতিম এবং বিভিন্নভাবে অসহায় পরিবারের ১০০ জন মেয়ে শিশুরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বিএফএ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড অরফানেজ-এর মেয়েদের আশ্রয়ের জন্য আবাসন সুযোগ বৃদ্ধি করে তাদেরকে কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার জন্য পৃথক দুটি ভবন নির্মাণ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে সেখানে উল্লেখ সংখ্যক মেয়ের আবাসিক এবং কারিগরী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় সীমানা প্রাচীর তৈরীসহ ভূমি উন্নয়ন এবং ৫ (পাঁচ) তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ (পাঁচ) তলা ভবন নির্মাণ খরচ বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে 496.00 লক্ষ টাকা।

১৫। জেলা পর্যায়ে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC) সমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প

৬৪টি জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC) গুলিতে আধুনিক এবং যুগোপযোগী ১০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী যথাঃ মোমবাতি তৈরী, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, শোপিস তৈরী, নার্সারী/কিচেন গার্ডেনিং, গার্মেন্টস, আধুনিক টেইলারিং/এমব্রয়ডারী, বিউটি ফিকেশন কোর্স, ক্যান্ডি তৈরী, প্যাকেট তৈরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১০টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিটি জেলায় স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে অন্তত ৫টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

জেলা পর্যায়ে মহিলাদের আধুনিক টেইলারিংএমব্রয়ডারী/ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে

ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ২২,৩৪৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে উর্পযুক্ত ট্রেড সমূহের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আধুনিক ও যুগোপযোগী সরঞ্জাম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতি জেলায় বছরে ২০০ জন করে ৬৪টি জেলায় ১২,৮০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আয়বর্ধক কার্যক্রমে মহিলারা সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে।

১৬। ট্রেনিং ফর ডিজএডভানটেজ ওমেন অন রেডিমেড গার্মেন্টস (আরএমজি) জিরানী, গাজীপুর

প্রশিক্ষণ একাডেমীতে সমাজের প্রান্তিক অবস্থানের নারী কর্মীদের গার্মেন্টস প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রতি বছর ২ মাস মেয়াদে মোট ৬টি ব্যাচে আগষ্ট ২০১২ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতি ব্যাচে ৩২ জন আবাসিক ও ৩২ জন অনাবাসিক করে মোট ৩৮৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ট্রেনিং ফর ডিজএডভানটেজ অন রেডিমেট গার্মেন্টস সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ৩২টি আধুনিক সেলাই মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। কর্মসংস্থানের ফলে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে।

১৭। শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ

দরিদ্র ও অসহায় মহিলাদের মধ্যে বৃত্তিমূলক এবং অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্রতা ও বেকারত্ব হ্রাস। এ প্রকল্পের আওতায় বছরে ১০০ জন দরিদ্র ও অসহায় মহিলাদের নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ক) বিভিন্ন কৃষি বিষয় যথাঃ হর্টিকালচার, মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি এবং ডেইরী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

খ) বিভিন্ন অকৃষি বিষয় যথাঃ আধুনিক গার্মেন্টস এবং টেইলারিং, বেসিক কম্পিউটার, বিউটিফিকেশন, হোম ম্যানেজমেন্ট ও বেবি সিটিং, বৈদ্যুতিক পার্টস মেরামত প্রশিক্ষণ প্রদান।

গ) অনানুষ্ঠানিক বিষয় যেমনঃ জেন্ডার ইস্যু, মহিলা উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর আইনগত অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৮। হাসপাতাল কার্যক্রম

সরকার দরিদ্র ও অসহায় মহিলা ও শিশুদের ডায়াবেটিস, এন্ডোক্রিন, হৃদরোগ প্রভৃতি মেটাবোলিক রোগ-ব্যাধি হতে পরিত্রাণের জন্য হাসপাতালের মাধ্যমে নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

- ❖ মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিস এন্ডোক্রিন ও মেটাবলিক হাসপাতাল ,স্থাপন।
- ❖ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে শিশু ও মহিলা কার্ডিয়াক ইউনিট স্থাপন।
- ❖ পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিস, এন্ডোক্রিন ও মেটাবলিক হাসপাতাল স্থাপন, উত্তরা, ঢাকা।
- ❖ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে নার্সেস হোস্টেল স্থাপন।

মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিস, এন্ডোক্রিন ও মেটাবলিক হাসপাতাল শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকার সেগুনবাগিচায় ৬ তলা ভিতের উপর ৬ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিদিন বহির্বিভাগে ১০০০-১২০০ জন এবং হাসপাতাল বেডে ১০০ জন মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিক রোগী চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে নারী ও শিশু হৃদরোগীদের জন্য ১৫০ শয্যার পৃথক ইউনিট স্থাপন করা এবং ভবনের ৯ তলা থেকে ১২ তলা পর্যন্ত নার্সেস হোস্টেল নির্মাণ করা হবে।

১৯। গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

তৃণমূল পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তাগণের ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসূচির মেয়াদে ৬৪৫০ জন তৃণমূল নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মোট ৮২৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

গ্রামীণ নারী উদ্যোগক্তাদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (উপজেলা পর্যায়)

(ক) নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা নির্বাচন, যোগাযোগ ও পণ্য বিপণনের বিভিন্ন কৌশল ব্যবহারে উৎসাহী করা।
(খ) সহজলভ্য প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
(গ) গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও পরিচিতি করণে প্রতিটি জেলায় বস্ত্র ও কুটির শিল্প পণ্য মেলার আয়োজন করা।
(ঘ) গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের পণ্যের পরিচিতিমূলক প্রকাশনা প্রকাশ করা।
(ঙ) গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ''শ্রেষ্ঠা'' নামক সম্মাননা প্রদান করা।

২০। ইনকাম জেনারেটিং এক্টিভিটিস (আইজিএ) ট্রেনিং অফ উইমেন

এ কার্যক্রমের আওতায় অনগ্রসর নারীদের ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা এবং আয়বর্ধকমূলক কাজে নিয়োজিত করে আত্মনির্ভরশীল করা হয়। দেশের ০৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা এবং ৪২৬টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন ট্রেডের আওতায় ২,১৭,৪৪০ জন সুবিধাবঞ্চিত দুঃস্থ মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের সুবিধা বঞ্চিত ও অনগ্রসর নারী সমাজ যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জীবন মানের পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে ।

২১। নালিতাবাড়ী উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল কাম ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন

কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল ও বৃত্তিমূলক ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ আবাসিক সুবিধা প্রদান ও বৃত্তিমূলক আধুনিক প্রশিক্ষণ দিয়ে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র মহিলাদের (১৮-৩৫ বছর) দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ করা হয়ে থাকে। প্রকল্পটির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র মহিলারা আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন এবং কর্মজীবী মহিলাদের আবাসন সমস্যা হ্রাস হচ্ছে। বছরে ৪টি ব্যাচে ২০০ জন প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন যুগোপযোগী ট্রেডে আবাসিক প্রশিক্ষণ সুবিধা পাচ্ছেন। জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৯ প্রকল্পটির ব্যয় বাবদ ২২৬৭.৪২ (বাইশ কোটি সাতষট্টি লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার) লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

৫টি ট্রেডে প্রতি ব্যাচে ৫০ জন প্রশিক্ষন সুবিধা পাচ্ছেন। বছরে ২০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন। বর্তমানে ১১তম ব্যাচের প্রশিক্ষণ চলছে। এখান হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মোট ১৫৮ জনের এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান হয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়াতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

২২। জেনারেশন ব্রেক থ্রু প্রকল্প

সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক ও অসহায় কিশোর-কিশোরীদের জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধে সক্ষম করা এবং SRHR বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি ক্লাব স্থাপনের মধ্য দিয়ে কিশোর-কিশোরীদের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা।

প্রকল্পটির কর্ম এলাকায় ১৫০টি ক্লাবের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ যেমন-প্রজনন স্বাস্থ্য, জেন্ডার সমতা, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় ১৫০ টি ক্লাবের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে কিশোর-কিশোরীদের ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন সাধনে কাজ করে যাচ্ছে।

২3। সোনাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াইহাজার ও মঠবাড়ীয়া উপজেলায় ট্রেনিং সেন্টার ও হোষ্টেল নির্মাণ

আবাসিক হোষ্টেল ও বৃত্তিমূলক ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ আবাসিক সুবিধা প্রদান। বৃত্তিমূলক আধুনিক প্রশিক্ষণ দিয়ে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র মহিলাদের (১৮-৩৫ বছর) দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ও আত্মনির্ভরশীল করা হয়। প্রকল্পের আওতায় উল্লিখিত ৪টি উপজেলার প্রত্যেকটিতে ৬ তলা ফাউন্ডেশনের উপর ০৩ তলা পর্যন্ত আবাসিক ট্রেনিং সেন্টার ও হোস্টেল নির্মাণ করা। প্রতিটি কেন্দ্রে ৬০০ জন করে মোট ২৪০০ জন উপকারভোগী বছরে প্রশিক্ষণ সুবিধা পাবেন।

২4। জয়িতা ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

বান্দরবান পাবর্ত্য জেলা শহরে পর্যটন এলাকায় মহিলা বিপনী কেন্দ্র স্থাপন, ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের সমিতি ভিত্তিক সংগঠিত করে তাদের উৎপাদিত পণ্য/বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

কর্মসূচির লক্ষ্য:

- বান্দরবান পাবর্ত্য জেলা শহরে পর্যটন এলাকায় মহিলা বিপনী কেন্দ্র স্থাপন এবং কেন্দ্রের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা।
- বিপনী কেন্দ্রের নারী উদ্যোক্তাদের সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করার জন্য দলীয় মনোভাব সৃষ্টি করে সকল সদস্যকে ব্যবসার সাথে সম্পৃক্তকরণ এবং তাদের সকলের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ।
- সমিতির সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলার পাশাপাশি ব্যবসার পুঁজি ও বিনিয়োগ মনোভাব সৃষ্টি করা।
- নারী উদ্যোক্তাদের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের চলমান ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী এবং মার্কেটিং নেটওয়ার্কের সাথে লিংকেজ স্থাপন।
- বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা ও পণ্য উৎপাদনের জন্য চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সমগ্র দেশব্যাপী পর্যায়ক্রমে মহিলাদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য/সেবা পরিচালিত ব্যবসার একটি ব্র্যান্ড ইমেজ গড়ে তোলার জন্য ‘জয়িতা’ নামে বিপনী কেন্দ্রটি পরিচালনা করা।

কার্যক্রম:

- বান্দরবান পার্বত্য জেলা শহরে মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রে এলজিইডি এর মাধ্যমে বিপনী কেন্দ্র স্থাপন।
- ৫০টি ষ্টল ব্যবসার ভিন্নতা ও চাহিদা অনুসারে ঢেলে সাজানো ও বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- স্থানীয়ভাবে পর্যটকদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বাণিজ্যিক প্রসার ও প্রচারণার ব্যবস্থা করা।

কর্মএলাকা: বান্দরবান জেলা।

কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ জয়িতা-বান্দরবান

নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম

বাংলাদেশ ও ডেনমার্ক সরকারের যৌথ উদ্যোগে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যে হলো নারী ও শিশু নির্যাতনে সহিংসতা হ্রাস করা এবং সেবা কার্যক্রম জোরদারকরণ করা।

০১। ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি)

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মাল্ট্রিসেক্টরাল প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা, পুলিশী ও আইনী সহায়তা, মানসিক ও সামাজিক কাউন্সেলিং, আশ্রয়সেবা এবং ডিএনএ পরীক্ষার সুবিধা ওসিসি হতে প্রদান করা হয়। জানুয়ারী ২০০৯ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত মোট ২২,০৭৮ জন নারী ও শিশুকে ওসিসি হতে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়েছে।

২০১৬ হতে ২০২১ সাল সময়ে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ৪র্থ পর্যায় ইতোমধ্যে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৯০টি উপজেলার নারীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ।

০২। ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল

দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবাপ্রাপ্তির সুবিধার্থে এই সেল স্থাপিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪০টি জেলা সদর হাসপাতাল ও ২০ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোট ৬০ টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপনের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

জানুয়ারী ২০১৩ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৩১,৪৬৯ জন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে সেলসমূহ হতে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

০৩। ডিএনএ ল্যাবরেটরী

নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর দ্রুত ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে ঢাকায় ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। বিচার ব্যবস্থায় এবং আইন প্রয়োগকারী সহায়তা সংস্থাকে সাহায্য করা ছাড়াও এই ল্যাবরেটরী তাজরীর ফ্যাশান্স এর অগ্নিকান্ডের ঘটনা আবং রানা প্লাজা ধসে অজ্ঞাত মৃতদেহ সনাক্তকরণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পালন করেছে। জানুয়ারী ২০০৯ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত এই ল্যাবরেটরীতে মোট ৩৪৭৩টি মামলার ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়াও বিভিন্ন ঘৃণ্যতম অপরাধ যেমন ধর্ষণ হত্যা ইত্যাদি দমনে এই ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে পুলিশ ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করা হয়।

০৪। ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার

নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সহায়তাকে অধিকতর জোরদার ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ঢাকায় আগস্ট ২০০৯ ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন করা হয়। এ সেন্টার হতে সকল ধরনের নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সহায়তার পাশাপাশি এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আগস্ট ২০০৯ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত এই সেন্টার হতে মোট ১৪০৩ জন নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা দেওয়া হয়েছে।

০৫। ন্যাশনাল ডাটাবেইজ অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন এন্ড চিলড্রেন

দেশের ২৪টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত নারী নির্যাতনমূলক তথ্য ও খবর, ওসিসি ও ডিএনএ ল্যাবরেটরী, ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং উপাত্তসমূহ রাখা হয়।

০৬। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার

প্রকল্পের আওতায় ১৯ জুন ২০১২ খ্রিঃ তারিখে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সেন্টারে টোলফ্রি হেল্পলাইন ১০৯ নম্বরে ফোন করে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু, তাদের পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট সকলে প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শসহ দেশে বিরাজমান সেবা এবং সহায়তা সম্পর্কে জানতে পারে। জুন ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত এই হেল্পলাইনে মোট ৪,১৭,৯২৩টি ফোন গ্রহণ করা হয়েছে।

০৭। আইন ও নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা

প্রকল্পের উদ্যোগে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ এবং পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা ২০১৩, ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন ২০১৪, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ প্রণয়নকালে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়।

০৮। ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অক্টোবর ২০১৩ খ্রিঃ সময়ে ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিষ্ঠা করা হয়।

নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ১৬ দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন

জাতীয় মহিলা সংস্থা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারী উন্নয়নে সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার রক্ষার্থে বাংলাদেশের সর্বস্তরে মহিলাদের সার্বিক উন্নয়ন ও তাদের অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী করার জন্য সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে একটি মহিলা সংস্থার রূপরেখা প্রণীত হয়, যা বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা নামে ১৯৭৬ সালে ১৭ ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯১ সনের ৯নং আইন বলে জাতীয় মহিলা সংস্থা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলা ও ৫০টি উপজেলায় সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে জুন ২০১৭ সাল পর্যন্ত যে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

*** দক্ষতা উন্নয়নমুলক প্রশিক্ষণ :** অনগ্রসর, অবহেলিত, বেকার মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে দর্জি বিজ্ঞান,এমব্রয়ডারী, বল্ক-বাটিক,চামড়াজাত শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে প্রতি বছর ০৩ ব্যাচে ০২ শিফটে ৩০ জন করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ৬৪ জেলায় দর্জি বিজ্ঞান বিষয়ে দুই শিফটে ৩০ জন করে প্রতি বছর ৫৭৬০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৬৪৩৭৫ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

*** নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল :** নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে জাতীয় মহিলা সংস্থায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল নামে একটি লিগ্যাল এইড সেল রয়েছে। এই সেলে নির্যাতিতা দুঃস্থ অসহায় মহিলারা আইনগত সহায়তা পাওয়ার জন্য আবেদন করে থাকেন। জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১,৪৩০ জন দুঃস্থ অসহায় মহিলাকে আইনগত পরামর্শ দেয়া হয়েছে এবং আদালতে মোকদ্দমা দায়েরে লক্ষ্যে জেলা লিগ্যাল এইড কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে ১২৩ টি অভিযোগ। মোহরানা ও খোরপোষ বাবদ বিবাদীর কাছ থেকে বাদিনীকে আদায় করে দেয়া হয়েছে ৩৭,৮৭,৫০০/- (সাইত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচ শত) টাকা। ইতোমধ্যে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার জেলা ও উপজেলা কমিটিতে জাতীয় মহিলা সংস্থা প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। সংস্থার জেলা ও উপজেলা চেয়ারম্যানগন এই কমিটির মাধ্যমে নির্যাতিত অসহায় মহিলাদের বিনামূল্যে আইনগত সহায়তা প্রদান করেন।

নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ : নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধকল্পে এবং সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে জাতীয় মহিলা সংস্থা শাখাসমূহের মাধ্যমে অসহায় ও নির্যাতিত মহিলাদের নিয়ে উঠোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৩,০১৮ টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ৯৮,২৬৪ জনকে সচেতন করা হয়েছে।

যৌতুক ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ : যৌতুক ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধকল্পে সচেতনতা কর্মসূচী হিসেবে জাতীয় মহিলা সংস্থার সকল জেলা ও উপজেলা শাখার উদ্যোগে নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে উঠোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জানুয়ারী ২০০৯ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৪,৬৩৪ টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ১,৫৫,১৭৭ জনকে সচেতন করা হয়েছে।

কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলঃ জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক জুলাই ১৯৯৮ থেকে ডিসেম্বর ২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত ''জাতীয় মহিলা সংস্থা কমপ্লেক্স'' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি এর সংস্থান অনুযায়ী ঢাকা শহরের কর্মজীবী মহিলাদের আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সংস্থার প্রধান কার্যালয়, ১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকায় হয়-'সংস্থার প্রাক্তন চেয়ারম্যান এর স্মরণে 'শহীদ আইভি রহমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল'' ২০০৭ সাল থেকে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল চালু করা হয়। হোস্টেলটির নামকরণ করা হয়-''শহীদ আইভি রহমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল''। রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত এই আবাসিক হোস্টেলটি কর্মজীবী মহিলাদের সুলভে এবং নিরাপদে বসবাসের ক্ষেত্রে গুরত্ববপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শহীদ আইভি রহমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের জানুয়ারী ২০০৯ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৮১৫ জন বোর্ডারকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রঃ ঢাকা শহরের কর্মজীবী মহিলাদের ছোট শিশু সন্তানদের দিবাকালীন নিরাপত্তা ও দেখাশোনার জন্য ''জাতীয় মহিলা সংস্থা কমপ্লেক্স'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০০২ সাল থেকে সংস্থা প্রধান কার্যালয়ে একটি ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০০৯ এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে সংস্থার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে সেন্টারটি চালু রয়েছে। এক বছর হতে ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য ৫০ আসন বিশিষ্ট এই ডে-কেয়ার সেন্টারটি সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত প্রতি কর্মদিবসের সকাল ৮.৩০ মিঃ হতে সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এই পর্যন্ত ২৪০ জন শিশু সেবা গ্রহণ করেছে।

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

*** মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম :** ২০০৯-২০১৭ পর্যন্ত ১৩.৭৫ (তের কোটি পঁচাত্তর লক্ষ) কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। উক্ত টাকার বিপরীতে ৩৩,৮৯১ জন ঋণ গ্রহীতার মাঝে ঘূর্ণায়মানভাবে মোট ৪৩.১৮ (তেতাল্লিশ কোটি আঠার লক্ষ) কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

* **স্ব-কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রম (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল) :** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল হতে এককালীন ১২০.০০ লক্ষ টাকার তহবিল দ্বারা পরিচালিত স্ব-কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র, বেকার ও উদ্যোগী মহিলাদের অর্থ-উপার্জনকরী বিভিন্ন কর্মসূচি ও উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আত্ন-কর্মসংস্থানের জন্য দেশের ৬৪ জেলা ও ২৯ উপজেলা শাখার মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ৫,০০০/- টাকা থেকে ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। জানুয়ারী ২০০৯ সাল থেকে জুন ২০১৭ সাল পর্যন্ত ২৮৪ জন মহিলাকে ২৩.১৫ (তেইশ কোটি পনের হাজার) কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

*** আমার ইন্টারনেট আমার আয় শীর্ষক কর্মসূচিঃ** জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছর থেকে ২০১৮-১৯ দুই বছর মেয়াদে ৭২০.০০ (সাত কোটি বিশ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আমার ইন্টারনেট আমার আয় কর্মসূচিটি গত ২৫ মে ২০১৭ এ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাভ করে। কর্মসূচির উদ্দেশ্য সংস্থার আওতায় জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৬৪ জেলা) প্রকল্পের মাধ্যমে কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষত মোট ২,৩০৪ জন নারীকে ৬ মাস মেয়াদী ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং এর উপরে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আউসসোর্সার তৈরি করা।

*** মহিলাদের আইটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিঃ** জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক গত ফেব্রুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১৩ মেয়াদে ৬২৮.৯৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি সংস্থার নির্ধারিত ৩৪টি জেলা শাখায় বাস্তবায়িত হয়। কর্মসূচির অধীন প্রতি ব্যাচে ৪০ জন করে ৪ মাস মেয়াদী মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মসূচির মেয়াদে সর্বমোট ৬,৭৬০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

*** বিশেষায়িত আধুনিক ট্রেড প্রশিক্ষণ (৫টি ট্রেড) কর্মসূচিঃ** জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক গত ফেব্রুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১৩ মেয়াদে ৬৫০.৬১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বিশেষায়িত আধুনিক ট্রেড প্রশিক্ষণ (৫টি ট্রেড) কর্মসূচিটি সংস্থার নির্ধারিত ১৫টি জেলা শাখায় বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মসূচির অধীন প্রতি ব্যাচে ৪০ জন করে ৪ মাস মেয়াদী খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিউটিফিকেশন, হাউজ কিপিং ও ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন, মোবাইল ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সার্ভিসিং এবং ইংরেজী ভাষা ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মসূচির মেয়াদে সর্বমোট ১১,৭৩২ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

*** বিশেষায়িত আধুনিক ট্রেড প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিউটিফিকেশন) :** জাতীয় মহিলা সংস্থার কর্তৃক নভেম্বর ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে ৮৪৩.৮৭ লক্ষ্য টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংস্থার নির্ধারিত ৩০ টি জেলা শাখায় বিশেষায়িত আধুনিক ট্রেড (খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিউটিফিকেশন) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় ৪ মাস মেয়াদী দুটি ট্রেডে (খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিউটিফিকেশন) প্রতি ব্যাচে ৪০ জন করে সর্বমোট ২১,২৩২ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিষেশায়িত আধুনিক ট্রেড প্রশিক্ষণ (খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিউটিফিকেশন)

*** ক্যাটারিং (খাদ্য প্রস্তুতকরণ, সংরক্ষণ ও সার্ভিসিং) প্রশিক্ষণ, জেলা পর্যায় কর্মসূচিঃ** জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষে জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৭ মেয়াদে ৬৬৯.৮৮ লক্ষ্য টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংস্থার নির্ধারিত ৩৪ টি জেলা শাখায় উক্ত কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় প্রতি ব্যাচে ৪০ জন করে ৪ মাস মেয়াদী খাদ্য প্রস্তুতকরণ, সংরক্ষণ ও সার্ভিসিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । কর্মসূচি মেয়াদে সর্বমোট ১২,২৪০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

*** জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিঃ** জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার স্বল্প মেয়াদে অর্থাৎ ২ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য কার্যনীতি ক্রমের সাথে অনুচ্ছেদ (১৭,.১, ১৭.২, ১৭.৫, ১৮.১, ১৮.৫, ১৯.১, ১৯.৪, ১৯.৫, ২৩.৫, ২৩.৭, ২৪.৩, ২৪.৪, ২৪.৫, ২৫.১, ২৬.৫, ২৭.২, ২৯.১, ৩২.১, ৩৮.৩) জাতীয় মহিলা সংস্থার কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্থার জেলা/উপজেলা শাখায় নারী উন্নয়ন নীতি, জেন্ডার বৈষম্য ও জেন্ডার সমতা অর্জন, সিডর বাস্তবায়ন, জেন্ডার মেইনষ্ট্রিমিং , বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পারিবারিক সহিংসতা আইন, মানব পাচার প্রতিরোধ, সম্পদে নারীর সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব, নারীদের জন্য ই-সেবা নিশ্চিতকরণ, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহ সনাক্তকরণ নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে লিগ্যাল এইড সেল সম্পর্কে অবহিত করা ইত্যাদি এবং সিডর ১৯৭৯ সনদ এর বিধানসমূহ সম্পর্কে প্রতি মাসে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক অব্যাহত ভাবে প্রচারণা চালানোর জন্য সংস্থার আওতাধীন জেলা/উপজেলা শাখায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষৎ করণীয় সম্পর্কিত একটি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে । এ ছাড়া জাতীয় মহিলা নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে গত ১৫ ও ১৬ জুন ২০১৪ দুই ব্যাপী জেলা শাখার চেয়ারম্যানদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

*** অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (২য় পর্যায়) :** দেশের সুবিধা বঞ্চিত নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৫ সাল মেয়াদে ১৩৩৬.৪৯ লক্ষ্য টাকা ব্যয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (২য় পর্যায়) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৭টি বিভাগীয় শহর ও ৫টি জেলার ৬টি উপজেলায় ৮,১৯৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকাঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগ এবং ৬টি উপজেলা মানিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ সদর, কালিগঞ্জ, রূপগঞ্জ, সরাইল ও যশোর সদর।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

* প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৮২৫০ জন নারীর উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন।

***** ২৫০০ জন নারী উদ্যোক্তার পেশাগত ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

***** ৫৭৫০ জন বেকার মহিলার দক্ষতা সৃষ্টির দক্ষতা কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

***** সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান যেমন- EPB, SME ফাউন্ডেশন, PKSF, এবং অন্যান্য NGO এর সাথে সংযোগ স্থাপন করা ।

***** নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিপণনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের উদ্যোগে মেলা, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা।

<u>প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত মূল কার্যক্রমসমূহঃ</u>

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে – প্রশিক্ষণ, অফিস ভাড়া, আসবাবপত্র ক্রয় ও রক্ষণাবেরক্ষণ, ওরিয়েন্টশন ও কর্মশালা, বাণিজ্য মেলা ইত্যাদি।

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক্রম	অর্থ-বছর	এডিপি বরাদ্দ	অগ্রগতি	শতকরা হার
০১।	২০১০-১১	৯৭.৫০	৫৯.০৬	৬০.৫৭%
০২।	২০১১-১২	২৮২.০০	২৭৬.০৭	৯৭.৯০%
০৩।	২০১২-১৩	২৯৩.০০	২৯০.৯৮	৯৯.৩১%
০৪।	২০১৩-১৪	৩০০.০০	২৯৩.১২	৯৭.৭১%
০৫।	২০১৪-১৫	৪৫৩.০০	৪১৭.২৭	৯২.১১%
	মোট	১,৪২৫.৫০	১,৩৩৬.৫০	৯৩.৭৫%

বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অগ্রগতিঃ প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষমাত্রা ছিল ৮,২৫০ জন। তন্মধ্যে ৮,১৯৬ জন নারী উদ্যোক্তাকে সফল ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ক্রম	প্রশিক্ষণের বিষয়	অর্থবছর				
		২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	মোট
১।	বিউটিফিকেশন	৩৫০	৫২৪	৫২৫	৫৯৪	১,৯৯৩
২।	ক্যাটারিং	৩২৫	৪৭৫	৪৭৫	৩৪২	১,৬১৭
৩।	বিজনেস ম্যানেজমেন্ট	৪৫০	৬৫০	৬৪০	৭৪৮	২,৪৮৮
৪।	ফ্যাশন ডিজাইন	২২৫	৩২৫	৩২৫	২৫০	১,১২৫
৫।	ইন্টেরিয়র ডিজাইন	৭৫	৯৩	১০০	৮২	৩৫০
৬।	পটারি	১২৫	১৯৮	১৭৫	১২৫	৬২৩
	মোট	১,৫৫০	২,২৬৫	২,২৪০	২,১৪১	৮,১৯৬

* জেলাভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা)

জেলাভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০০২ সাল হতে ফেব্রুয়ারী ২০০৭ সাল পর্যন্ত ১ম পর্যায়ে ১০টি

জেলায় এবং ২য় পর্যায়ে জুলাই, ২০০৮ সাল হতে জুন, ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৩০ টি জেলায় শিক্ষিত বেকার মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জুলাই, ২০১৩ সাল হতে জুন, ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৬৪টি জেলায় চলমান প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। অত্র প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষিত বেকার মহিলাদের তথ্য প্রযুক্তি তথা কম্পিউটারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

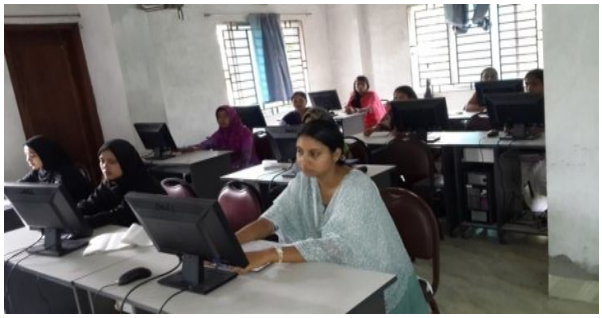

প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে কম্পিউটার শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে

২০০৯-২০১৭ সময়ে অত্র প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

পর্যায়	অর্থ বছর	প্রশিক্ষণের লক্ষ্য মাত্রা (জন)	প্রশিক্ষণের অগ্রগতি (জন)	মন্তব্য
২য় পর্যায় ৩০টি জেলা জুলাই ২০০৮-জুন ২০১৩	২০০৮-০৯	৩০০০	৩৬০০	ডিপিপি নির্ধারিত সময়ে অনুমোদন না হওয়ার কারণে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি।
	২০০৯-১০	৩০০০	৩৬২০	
	২০১০-১১	৩০০০	৩৬২০	
	২০১১-১২	৩০০০	৩৬২০	
	২০১২-১৩	৩০০০	৩৬৪৯	
চলমান প্রকল্প (৬৪ জেলা) জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৮	২০১৩-১৪	০০	০০	
	২০১৪-১৫	৩৮৪০	৪৩৯৩	
	২০১৫-১৬	৫৮৮৮	৫৮৮২	
	২০১৬-১৭	৫৮৮৮	৬৩৭৮	
	২০১৭-১৮	৫৮৮৮	৩২৫৯ (চলমান)	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে জুলাই ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।
মোট		৩৬৫০৪	৩৮০২১	

*** নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত):** শহর অঞ্চলের দরিদ্র, বেকার, বিত্তহীন প্রান্তিক মহিলাদের কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জুলাই ২০০৯ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ১৮৮১.৯৬ (আঠার কোটি একাশি লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) লক্ষ টাকা ব্যয়ে নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ২৬টি জেলায় ৪৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১০টি বিভিন্ন ট্রেডে (১) সেলাই ও এমব্রয়ডারী, (২) ব্লক-বাটিক ও স্ক্রীণ প্রিন্ট, (৩) নকশী কাঁথা ও কাটিং, (৪) পোলট্রি উন্নয়ন, (৫) খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, (৬) চামড়াজাত দ্রব্য তৈরী, (৭) সাবান ও মোমবাতি তৈরী, (৮) বাইন্ডিং ও প্যাকেজিং, (৯) মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং (১০) হাউস কিপিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জুলই ২০০৯ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত মোট ২২,৪২৫ জন প্রান্তিক মহিলাকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৪ (চার) মাস।

<u>বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রঃ</u>

প্রকল্পের আওতায় মহিলাদের অর্থ উপার্জন ও আয়বর্ধন মূলক কার্যক্রম হিসেবে দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি মহিলাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিপণনের জন্য ঢাকার আনারকলি সুপার মার্কেটের ২য় তলায় সোনার তরী নামে একটি বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র চালু ছিল।

নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত।
পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ	১৬/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করেছে।
প্রাক্কলিত ব্যয়	৮৬১৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, শহর ভিত্তিক গরীব, দুঃস্থ ও বিত্তহীন মহিলাদেরকে যথোপযুক্ত দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে উৎপাদনমুখী, কর্মক্ষম এবং আত্মনির্ভর হিসেবে গড়ে তোলা।
প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য	১) দরিদ্র, অসহায় ও দুঃস্থ নারীর দারিদ্র বিমোচন ও তাদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করে জাতীয় উন্নয়নে পুরুষদের সাথে সম অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা; ২) প্রশিক্ষিত নারীদের উৎপাদনমূলক এবং চাহিদা ভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক কর্মে নিয়োজিত করে গৃহে উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও এসব পণ্যের বাজারজাতকরণ সুবিধা সৃষ্টি; ৩) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীকে কর্মঠ ও উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তোলা এবং নারীর ক্ষমতায়ন, অধিকার, কর্তব্য, নেতৃত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা প্রদান;
প্রশিক্ষণ এলাকা	মোট ৭৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ঢাকা মহানগরীতে ১০টি, অন্যান্য ৬৩ জেলা শহরে ৬৩টি এবং ২টি উপজেলায় (ভৈরব ও বাকেরগঞ্জ) ২টির সংস্থান রয়েছে। এছাড়া ঢাকা মহানগরীতে একটি বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রের সংস্থান রয়েছে।
প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকল্প মেয়াদে মোট ৪৫০০০ জন প্রান্তিক মহিলাকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান। বর্তমান অর্থ বছরে ১১৬২৫ জন প্রান্তিক মহিলাকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রশিক্ষণের বিষয়	১০টি বিভিন্ন ট্রেড: ১। সেলাই ও এমব্রয়ডারী, ২। ব্লক-বাটিক ও স্ক্রীণ প্রিন্ট, ৩। সাবান, মোমবাতি ও শোপিস তৈরী, ৪। বাইন্ডিং এন্ড প্যাকেজিং, ৫। পোলট্রি উন্নয়ন, ৬। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, ৭। চামড়াজাত দ্রব্য তৈরী, ৮। নকশী কাঁথা ও কাটিং। ৯। মোবাইল সার্ভিসিং ও ১০। বিউটিফিকেশন।
প্রশিক্ষণ মেয়াদ	৪ (চার) মাস।

নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয় প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় এপ্রিল ২০১৭ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত মোট 3375 জন প্রান্তিক মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে একটি বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রের সংস্থান রয়েছে, ইতোমধ্যে সেন্টার পয়েন্ট মার্কেট (৩য় তলায়), মৌচাক, ঢাকায় "সোনার তরী" কারুশিল্প নামে বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রটি চালু করা হয়েছে। এছাড়া ইতোমধ্যে সৌদি আরবে একটি আন্তর্জাতিক মেলায় এবং যুক্তরাজ্যে একটি আন্তর্জাতিক ষ্ট্যাডি ট্যুরে প্রকল্পের পক্ষ হতে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

*** তথ্য আপা**

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) : প্রকল্পটি জুলাই/২০১১ থেকে ডিসেম্বর/২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের ব্যয় ১৩১২.৩২ (তের কোটি বার লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা, মোট সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ২,৬৩,৩২৯জন। প্রকল্প টি নির্বচিত ১৩ টি উপজেলায় ১৩ টি তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামীন ও উপশহরীয় মহিলাদের তথ্য সেবা প্রদান করছে, উপজেলা সমূহ: ভৈরব (কিশোরগঞ্জ), কোটালি পারা (গোপালগঞ্জ), ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া), মোল্লাহাট (বাগেরহাট), পত্নীতলা (নওঁগা), মাটিরাঙ্গা (খাগড়াছড়ি), চাটখিল (নোয়াখালি), দেবিদ্বার (কুমিল্লা), গৌরনদী (বরিশাল), গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা), চাটখিল (নোয়াখালি), কালিগঞ্জ (গাজীপুর), শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) এবংপটুয়াখালিসদর (পটুয়াখালি)।

প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমঃ

(ক) ডোর টু ডোর সেবা প্রদানঃ তথ্য কেন্দ্র সমূহের মাধ্যমে ২,০০,০০০ গ্রামীণ ও উপশহর অঞ্চলের মহিলাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা, কৃষি, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, চাকরি সংক্রান্ত তথ্য, আইন গত সমস্যা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া ও বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্য মাত্রা থাকলে ও প্রকল্প মেয়াদে মোট ২,৬৩,৩২৯ জন মহিলাকে তথ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(খ) উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা মুলক প্রশিক্ষণ প্রদানঃ তথ্য-কেন্দ্রের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদানের পাশাপাশি উঠান বৈঠক প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচী প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যক্রম। প্রকল্পমেয়াদে মোট ২৫,৩২৩ জন সেবা গ্রহীতাকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা, কৃষি,

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, চাকরি সংক্রান্ত তথ্য, আইনগত সমস্যা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, তথ্য প্রযুক্তি বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(গ) প্রকল্পের প্রযুক্তি সেবা প্রদানঃ (১) তথ্য আপা প্রকল্পের প্রযুক্তি সেবার একটি অন্যতম সংযোজন হলো ওয়েব পোর্টাল। ওয়েবপোর্টালের মূল উপজীব্য বিষয় নারী। বাংলা ও ইংরেজীতে তৈরী করা হয়েছে, ওয়েবপোর্টাল এর ঠিকানা: www.totthoapa.gov.bd।ওয়েবপোর্টালের সাথে তথ্য ভান্ডার এবং উইমেন টিভির সংযোগ করা হয়েছে। যেখানে নারী বিষয়ক বিভিন্ন সেবা, ব্লগিং ও অনলাইন আবেদন পত্র পেশ সহ বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে। (২) তথ্য ভান্ডারে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, জেন্ডার, আইন, ব্যবসা, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, চাকরি সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক টেক্সুয়াল, অডিও-ভিডিও, অ্যানিমেশন সহচার ধরনের কন্টেন্ট রয়েছে। মূলত: গ্রামীণ ও উপশহরাঞ্চলের মহিলারাই তথ্য ভান্ডারের প্রধান সুবিধা ভোগী, যা মহিলাদের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্ব পূর্ণ অবদান রাখছে।তথ্য ভান্ডারের ঠিকানা: http://info.totthoapa.gov.bd (৩) নারী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াবলী নিয়ে উইমেন টিভি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উইমেন টিভি তথ্য আপার ওয়েবপোর্টালের মাধ্যমে সম্প্রচারিত হয়। উইমেন টিভিতে রয়েছে এক টিভিডি ও এবং স্থির চিত্রের সংগ্রহ শালা। উইমেন টিভির ঠিকানা: http://womentv.totthoapa.gov.bd।

তথ্য আপাঃ প্রকল্পটি গ্রামীণ ও উপশরাঞ্চলের মহিলাদের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে নিরলসভাবে ডিসেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত তথ্য সেবা প্রদান করেছে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সময়উপযোগী ভূমিকা রেখেছে। এরই ধারাবহিকতায় **তথ্য আপাঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প টি ৫৪৪৯০.৭৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল/২০১৭ হতে মার্চ/২০২২ মেয়াদে দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪জেলাধীন মোট ৪৯০ টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।** প্রকল্প মেয়াদে ০১ (এক) কোটি গ্রামীণ সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের তথ্য প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার এবং তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়নে কাজ করা হচ্ছে।

গ্রামীণ সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের তথ্য প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে ক্ষমতায়নে কাজ করা হচ্ছে

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। দেশের সর্বস্তরের শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক এবং সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে অপরাপর কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সারাদেশে একাডেমীর ৭০টি শাখা রয়েছে। ঢাকার পুরাতন হাইকোর্ট এলাকায় এর সদর দপ্তর অবস্থিত। ২০০৯ সাল থেকে জুন ২০১৭ সাল পর্যন্ত যে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

'শিশু পেলে অধিকার, খুলবে নতুন বিশ্বদার' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৭ এর উদ্বোধন

০১। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী: চারুকলা কার্যক্রম

চারুকলা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত বিশ্বের ৫২টি দেশে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং সর্বমোট ২২,১৪০টি ছবি প্রতিযোগিতায় প্রদর্শিত হয়। প্রতিযোগিতা হতে ৮৯৫টি ছবির বিপরীতে সর্বমোট ১৭৬টি পুরস্কার লাভ করা হয়।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর অধীনে দিল্লির শংকর, দুবাই, ইরান, রিয়াদ, থাইল্যান্ড চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় (২০০৯-২০১১) আনুমানিক ৫০০০ শিশু অংশগ্রহণ করে।

০২। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী: লাইব্রেরী কার্যক্রম

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং শিশুদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি ঘটাতে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর লাইব্রেরী কার্যক্রম সহায়ক ভূমিকা রাখছে। লাইব্রেরী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী নিম্নলিখিত তিনটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

- আন্তঃস্কুল কুইজ/বিতর্ক প্রতিযোগিতা
- ৬৪টি জেলা ও ৬টি উপজেলা ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর জন্য বই ক্রয়
- শিশুদের চলচ্চিত্র ও অনুষ্ঠান নির্মাণ কর্মশালা (২০১১-২০১৩)

বিভিন্ন শ্রেণীর ৭৬ জন শিশুকে নির্মাণ কর্মশালার মাধ্যমে শিশুদের দ্বারা ১৩টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন করা হয়েছে।

০৩। শিশুদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

শিশুদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি জেলায় ৫টি করে ৩০টি জেলায় মোট ১৫০টি কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি বছর ১৮০০ শিশুকে হাতে কলমে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

০৪। শিশু অধিকার সপ্তাহ

দেশব্যাপী 'শিশু অধিকার সপ্তাহ' এবং অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার 'বিশ্ব শিশু দিবস' পালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত 'বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। দিবস উপলক্ষে শিশু সমাবেশ, আলোচনা, বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ক মানববন্ধন, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, শিশুতোষ চলচিত্র প্রদর্শণ, লিফলেট, বুকলেট, পোস্টার ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ, খেলাধুলা ইত্যাদি আয়োজন করা হয়।

শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা

০৫। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রকাশনা কার্যক্রম

এ কর্মসূচির আওতায় ছড়া/কবিতা, উপন্যাস, গল্প, বিজ্ঞান, জীবনী, বাংলাদেশ সিরিজ, নাটক, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবন ও কর্মভিত্তিক শিশু- গ্রন্থ প্রকাশ কার্যক্রম ও বিবিধ শিশুতোষ বই প্রকাশ করা হয়ে থাকে। জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৩৮৮টি এবং মোট প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১২ লক্ষ ২০ হাজার ৬ শত কপি। প্রকাশনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী নিম্নোক্ত তিন ধরনের বই প্রকাশ করে থাকে।

ক. শিশুতোষ বই প্রকাশ;

খ. মাসিক শিশু পত্রিকা প্রকাশ;

গ. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশু-গ্রন্থমালা প্রকাশ

০৬। জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা

প্রতিবছর উপজেলা/ থানা পর্যায় হতে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা শুরু হতে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে শেষ হয়। এ বছর সারাদেশ থেকে প্রায় ৩.৫০ লক্ষ শিশু বঙ্গবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো বিষয়ক প্রশ্ন-উত্তর প্রতিযোগিতাসহ, দলীয় বক্তৃতা, দলীয় বিতর্ক, দলীয় জ্ঞান জিজ্ঞাসা, দলীয় জারীগান, রচনা, চিত্রাংকন, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, বিজ্ঞান, শিল্পকর্ম ও ক্রীড়া বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। মোট ৩২ টি বিষয়ে ক ও খ বিভাগে উপজেলা/থানা পর্যায় হতে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। যোগ্যতার ভিত্তিতে উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ে সর্বোপরি জাতীয় পর্যায়ে শিশুদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এ প্রতিযোগিতা শেষ হয়।

প্রতি বছর জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় শিশুরা বক্তৃতা, বিতর্ক, রচনা, চিত্রাংকন, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, বিজ্ঞান, শিল্পকর্ম ও ক্রীড়া বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ৮টি অঞ্চলে ভাগ করা হয় এবং জাতীয় পর্যায়ে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ে সর্বমোট ২১৩ জন বিজয়ী শিশুকে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিশুরা তাদের সৃজনশীলতা, মেধা ও যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যমে আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠার সুযোগ লাভ করে।

০৭। শিশু আনন্দমেলা

প্রতি বছর বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর প্রশিক্ষণার্থী ও শিশু সংগঠনের শিশুদের নিয়ে ৭ দিনব্যাপী সাধারণ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক স্টল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মোট- ২০টি ষ্টল তৈরি করা হয়। এর মধ্যে ১০ টি প্রদর্শনী স্টল এবং ১০ টি বিজ্ঞান স্টল প্রদর্শন করা হয়। শিশু আনন্দমেলা কার্যক্রমের মাধ্যমের শিশুরা দলগতভাবে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত হয়, শিশুরা বিজ্ঞান মনোস্ক হয় এবং সৃজনশীলভাবে গড়ে উঠে।

০৮। আন্তর্জাতিক শিশু সাংস্কৃতিক দল বিনিময় কার্যক্রম

প্রতিবছর জাপানের ফুকুওকায় এশীয় প্রশান্ত অঞ্চলীয় শিশু সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে যোগদানের জন্য বাংলাদেশ থেকে ৩ জন ছেলে শিশু ও ৩ জন মেয়ে শিশু ও ১ জন দলনেতা অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ সালে তুরস্কে আন্তজার্তিক শিশু সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে ১৪ জন শিশু এবং ২ জন দলনেতা অংশগ্রহণ করে।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুরা দেশীয় সংস্কৃতি বিনিময় করে ও অন্যান্য দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে।

০9। শিশুদের মৌসুমী প্রতিযোগিতা

শিশুদের মৌসুমী প্রতিযোগিতা বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম প্রতিযোগিতা। প্রতিবছর ৬৪টি জেলায় ৪টি বিষয়ে প্রায় ১.৫ লক্ষ শিশু অংশগ্রহণ করে এবং শিশুরা তাদের সৃজনশীলতা, মেধা ও যোগ্যতা প্রমানের মাধ্যমে গড়ে ওঠার সুযোগ লাভ করে।

প্রতিযোগিতার বিষয় সমূহ:

ক) জ্ঞান-জিজ্ঞাসা

খ) উপস্থিত বিতর্ক

গ) সমবেত দেশাত্ববোধক জারিগান

ঘ) আঞ্চলিক দলীয় নৃত্য

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলাকে ৮টি অঞ্চলে ভাগ করে উপজেলা/থানা পর্যায় থেকে মৌসুমী প্রতিযোগিতা শুরু হয়। উপজেলা পর্যায়ে ১ম স্থান অধিকারী শিশু জেলা পর্যায়ের জন্য ও জেলা পর্যায়ে ১ম স্থান অধিকারকারী শিশু অঞ্চল পর্যায়ে প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত হয়। অঞ্চল পর্যায়ে ১ম স্থান অধিকারী শিশু জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে ৬০ জন বিজয়ী শিশুর হাতে পদক ও সনদপত্র তুলে দেয়া হয়।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ

০১। শিশু দিবাযত্ন কর্মসূচি

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুদেরকে নিরাপদ দিবাকালীন সেবাসহ সুষম খাবার প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০০৯-২০১৭ বছরে মোট ৯৪টি ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে। তন্মধ্যে-

মহিলা বিষয়ক অধিপ্তদপ্তর- ৪৩টি

জাতীয় মহিলা সংস্থা- ১১টি

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী- ২০টি

এছাড়াও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে ২০টি ডে-কেয়ার সেন্টারের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ডে-কেয়ার সেন্টারসমূহ সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত প্রতি কর্মদিবসের সকাল ৮.৩০ মিঃ হতে সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত খোলা থাকে। শিশুরা নিরাপদ দিবাকালীন সেবা প্রাপ্তির পাশাপাশি কর্মজীবী মায়েরা স্ব-স্ব কর্মস্থলে নিশ্চিন্তে কাজ করে আর্থিকভাবে উপকৃত হয়ে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডকে ত্বরান্বিত করে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন।

০২। কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কর্মসূচি

নারীদের অধিক হারে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের মাধ্যমে নিরাপদ আবাসন সেবা প্রদান করা হয়। ২০০৭ সাল থেকে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল চালু করা হয়। যার নামকরণ করা হয়-''শহীদ আইভি রহমান কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল''।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক রাজস্ব খাতভুক্ত ঢাকাস্থ ০৩টি এবং স্ব-অর্থায়নে ঢাকার বাইরের জেলা শহর চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও যশোরে ০১টি করে মোট ০৭ টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল পরিচালিত হচ্ছে। জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১৪০৬ সিটের (গেস্ট সিট সহ) বিপরীতে মোট 12,496 জন কর্মজীবী মহিলাকে হোস্টেল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

০৩। কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোষ্টেল নির্মাণ, বড় আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

এ প্রকল্পের আওতায় গার্মেন্টসে কর্মরত নারীদের নিরাপদ আবাসিক সুবিধার মাধ্যমে নিশ্চিন্তে কর্মস্থলে কাজ করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গার্মেন্টস-এ কর্মরত নারীদের অধিকহারে নিয়োজিত রাখার ক্ষেত্রে সহায়তাদানের জন্য স্বল্প খরচে নিরাপদ এবং অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১২ তলা ভীতের উপর ১২ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে যেখানে ৭৪৪ জন গার্মেন্টস নারী শ্রমিক আবাসন সুবিধাসহ শিশুর জন্য ডে-কেয়ার সুবিধা পাচ্ছেন।

০৪। মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প

কর্মজীবী নারীদের স্বাচ্ছন্দ্যে এবং নিরাপদে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে নিয়োজিত রাখা। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত খিলগাঁও ও মিরপুর কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল ১০ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির ব্যয় 3937.55 লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মিরপুর হোস্টেলে ৩৭৪ জন এবং খিলগাঁও হোস্টেলে ১৮৪ জন মোট ৫৫৮ জন বোর্ডার আবাসনের সুবিধা পাবেন। কর্মজীবী নারীরা নিরাপদ ও নিশ্চিত কাজ করার মাধ্যমে জাতীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবেন।

০৫। গার্মেন্টস কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি

গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরত মহিলা শ্রমিকরা দুশ্চিন্তামুক্তভাবে তাদের ১ থেকে ৬ বছরের সন্তানদের নিরাপদ পরিবেশে, বিনামূল্যে সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে সকাল ৭.০০ টা থেকে রাত ৯.০০ টা পর্যন্ত নিরাপদ পরিবেশে দেখা শোনার সুযোগ পাচ্ছে।

প্রতি মাসে প্রতিটি সেন্টারে ২০ জন করে ১০টি সেন্টারে বছরে ২০০ জন মোট ৩ বছরে ৬০০ জন শিশুকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, অক্ষরজ্ঞান দান, অভ্যন্তরীণ খেলাধুলা ও অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণসহ দিবাকালীন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক উদ্যোগে উক্ত কর্মসূচির কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে ১৫টি সেন্টারের মাধ্যমে প্রতি বছরে ৪৫০ জন করে ৩ বছরে ১৩৫০ জন শিশুকে দিবা কালীন সেবা প্রদান করা হবে।

গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন

- "নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা, বদলে যাবে বিশ্ব, কর্মে নতুন মাত্রা" প্রতিপাদ্য নিয়ে প্রতি বছর ০৮ মার্চ দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়।

- ১৭ মার্চ সারা দেশব্যাপী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস আনন্দঘন পরিবেশে উদযাপন করা হয়। দিবস উপলক্ষে **''বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন বাংলাদেশের খুশির দিন''** প্রতিপাদ্য নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সম্বলিত একটি স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খাম এবং বিশেষ সিলমোহর বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা** উক্ত দিবসে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় স্মারক ডাকটিকিটটি অবমুক্ত করেন। এছাড়া এ দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী চত্বরে ১১দিন ব্যাপী বইমেলা আয়োজন করা হয়।

- প্রতি বছর ০৮ আগষ্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্ম বার্ষিকী জাতীয়ভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবসের অনুষ্ঠানে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জীবন সম্পর্কে একটি ডকুমেন্টরী ফিল্ম প্রদর্শন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন।

- ১৫ আগস্ট তারিখে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শহাদাৎ বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা/একাডেমী বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, কোরআন খানি, ফাতেহা পাঠ, দোয়া মাহফিল এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

  প্রতিবছর বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর উদ্যোগে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উদযাপন উপলক্ষে শিশুদের অংশগ্রহণে আলোচনাসভা, ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, শিশুদের পুরস্কার বিতরণ, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ১৫০০ শিশু অংশ গ্রহণ করে।
- ১৮ অক্টোবর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে সারা দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলায় শিশুতোষ চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীসহ আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিবছর শিশুদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন ও দেশের গান প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রতি বছর প্রায় ১০০০ শিশু অংশগ্রহণ করে।

- নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার অবদান চিরস্মরনীয় করা এবং এ থেকে নারীদের অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ০৯ ডিসেম্বর তারিখে বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপিত হয়। ০৯ ডিসেম্বর দিনটিকে সামনে রেখে প্রতি বছর দু'জন নারীকে নারী অধিকার ও নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য 'বেগম রোকেয়া পদক' প্রদান করা হয়।

- বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে প্রতি বছর বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক শিশু ও অভিভাবকের সমাগম হয়।

- এছাড়া, ১১ মে মা দিবস উদযাপন, ২৯ সেপ্টেম্বর বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ দিবস পালন, ৩ অক্টোবর কন্যাশিশু দিবস উদযাপন, ২৮ অক্টোবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর জন্ম দিবস পালন করা হয়।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাড়ে আট বছরের (জানুয়ারী ২০০৯-জুন ২০১৭ পর্যন্ত) সাফল্যের আলোকচিত্র

১৮-২০ মে, ২০১৬ বুলগেরিয়ার সোফিয়ায় অনুষ্ঠিত গ্লোবাল উইম্যান লিডার্স ফোরাম (GWLF) এর 'কাউন্সিল অব উইমেন ইন বিজনেস ইন বুলগেরিয়া' কনফারেন্সে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গেস্ট অব অনার ও কি-নোট স্পিকার হিসেবে বক্তব্য রাখেন। উক্ত কনফারেন্সে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি ও সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর শেখ রাসেল মুক্তমঞ্চে ০৩-০৮-২০১৬ ইং তারিখে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি ১৫ দিনব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি, বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর পরিচালক মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।

০৮/০৮/২০১৬ তারিখে রাজধানীর প্রেসক্লাবে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৮৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে মায়েদের সচেতন করার লক্ষ্যে এক মানব বন্ধনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি প্রধান অতিথি'র বক্তৃতা দেন।

১০-০৮-২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে আয়োজিত 'মিসিং চাইল্ড এলার্টের্ট (এমসিএ) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি এর সভাপতিত্বে ১৭/০৮/২০১৭ তারিখ রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সেইভেক (সাউথ এশিয়া ইনিশিয়েটিভ টু ইন্ড ভায়োলেন্স এগেইনস্ট চিলড্রেন) এর যৌথ আয়োজনে শিশুশ্রম নিয়ে এক গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানে সেইভেক এর মহাপরিচালক ড. রিনচেন চপেল (Dr. Rinchen Chophel)। শিশুশ্রম মানবাধিকারের চরম লংঘন। বাংলাদেশের চামড়া শিল্পকে শিশু শ্রমিক মুক্ত করার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বহুপাক্ষিক এক ঘোষণা স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২৪/০৮/২০১৬ তারিখ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ার, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) অডিটোরিয়ামে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে' ম্যানেজিং ভায়োল্যান্স এগেইনেস্ট উইমেন এন্ড চিলড্রেন' নামে একটি ওয়েব বেইসড সিস্টেমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি প্রধান অতিথির বক্তৃতা দিচ্ছেন।

৩০/০৮/২০১৬ তারিখ রাজধানীর রেডিসন হোটেলে CSW এর ৬০তম সেশনের উপর ইউএন ইউমেন বাংলাদেশের আয়োজনে এক ফলোআপ মিটিং এ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

০৬/০৯/২০১৬ তারিখ কালীগঞ্জের উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে হত:দরিদ্র নারীদের মাঝে আইসিভিজিডি'র ক্যাশ ট্রান্সফার এর উদ্বোধন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর মতিউর মুক্তমঞ্চে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ০৫ অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত সাত দিনব্যাপী বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহের কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আয়োজনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি প্রধান অতিথির বক্তৃতা বক্তব্য দেন।

০১/১০/২০১৬ তারিখ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পথশিশু পুনর্বাসন কার্যক্রম, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমূহের যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব শিশু দিবস এবং শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে সুবিধাবঞ্চিত এবং পথশিশুদের সমাবেশে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

০১/১০/২০১৬ তারিখ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ও জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-এর যৌথ উদ্যোগে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৬ উদ্যাপিত উপলক্ষে আয়োজিত এক র‍্যালি শেষে আলোচনা সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি প্রধান অতিথির বক্তৃতা দিচ্ছেন।

০১/১০/২০১৬ তারিখ ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার মাধমে বাল্যবিবাহ ও শিশু নির্যাতন বন্ধে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, বিনামুল্যে বই বিতরণ, বৃত্তিপ্রদান অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি বক্তব্য দেন।

২৬/১০/২০১৬ তারিখ রাজধানীর মিরপুরের স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সহযোগিতায় বেসরকারী সংস্থা স্পন্দনবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম' এর অধীনে শিশুদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ ও বিদ্যালয়ে খেলনা সামগ্রী বিতরণ এবং গ্রীন অ্যাপেল ডে অফ সার্ভিস (বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে উদযাপিত দিবস) উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি ২৭/১১/২০১৬ তারিখ রাজধানীর সিরড্যাপ মিলনায়তনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও প্লান ইন্টারন্যাশনাল এর যৌথ আয়োজনে Gender based violence-বিরোধী ১৬ দিনের কার্যক্রমের উদ্বোধনের সময় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন।

০৭/১২/২০১৬ তারিখ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ব্র্যাকের যৌথ আয়োজনে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে বিশেষ প্রচারাভিযানের অংশ হিসাবে সমাবেশে ও সাইকেল র‍্যালির উদ্বোধনের সময় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি বক্তৃতা দেন।

১১/১২/২০১৬ তারিখ মানিকগঞ্জের জেলা পরিষদ মিলনায়তনে দরিদ্র নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ, মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের (৬৪ জেলা) প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট এবং দু:স্থ নারীদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি।

২৯/১২/২০১৬ তারিখ রাজধানীর পল্টনে ফ্যামিলি প্লানিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এফপিএবি) এর মিলনায়তনে ন্যাশনাল কারিকুলাম এন্ড টেক্সবুক বোর্ড (এনসিটিবি) এবং এফপিএবি এর যৌথ আয়োজনে এনসিটিবি কর্তৃক প্রকাশিত মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য পুস্তকে প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক অধ্যায় পর্যালোচনা ও সুপারিশ বিষয়ক এক সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি প্রধান অতিথির বক্তৃতা দেন।

১২/০১/২০১৭ তারিখ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের হল রুমে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন (১০৯২১ নম্বরটি) সেন্টারের সম্প্রসারিত ইউনিটের উদ্বোধন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি।

৩০/১২/২০১৬ তারিখ কক্সবাজার কালচারাল একাডেমী মিলনায়তনে জাতীয় মহিলা সংস্থা কতৃক বাস্তবায়িত অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প কতৃক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারীদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এমপি।

০২/০২/২০১৭ তারিখ ইস্কাটনস্থ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কর্মস্থলে যৌন হয়রানী রোধকল্পে অবহিতকরণ কর্মশালায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি প্রধান অতিথির বক্তৃতা দেন ।

রাজধানীর একটি হোটেলে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশসমূহে নারীদের অবস্থান পর্যালোচনা সংক্রান্ত জাতিসংঘ কমিশনের ৬১ তম সভায় বাংলাদেশের নারীর অবস্থান তুলে ধরা সংক্রান্ত এক প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এম.পি প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। আরও উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাছিমা বেগম এনডিসি এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (ইউএন)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'বেগম রোকেয়া দিবস-২০১৬' উপলক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে শিক্ষিকা বেগম নূরজাহানের হাতে বেগম রোকেয়া পদক তুলে দিচ্ছেন।

নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার অবদান চিরস্মরণীয় করা এবং এ থেকে নারীদের অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে ৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ বেগম রোকেয়া দিবসে বেগম আরমা দত্ত-কে নারী অধিকার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং বেগম নূরজাহান-কে নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য 'বেগম রোকেয়া পদক' প্রদান করা হয়। https://www.youtube.com/watch?v= Bjb8h18R3Ds ভিডিও লিংক দেখা যেতে পারে

বিশ্ব শিশু দিবস-২০১৭ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিশুদের সঙ্গে মহামান্য রাষ্ট্রপতি

শিশুদের অধিকার এবং শারীরিক-মানসিক ও সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক তৃণমূল পর্যায় থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত বাছাই করে 'জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা-২০১৭' আয়োজন করা হয়। এ বছর 'বঙ্গবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো' শীর্ষক প্রতিযোগিতার পর্ব রাখা হয়। সারাদেশে মোট ২,৩৫,৩২৯ জন শিশু একাডেমি মিলনায়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন। বাংলাদেশের শিশুদের মাধ্যমে সংস্কৃতি বিনিময়ের উদ্দেশ্যে এপ্রিল ২০১৭ সালে ১৪ জন শিশু তুরস্কের নেভাশিহির শহর ৩৯তম টিআরটি ইন্টারন্যাশনাল ডান্স ফেসটিভেলে যোগদান করে।

গত ২৩/০২/২০১৭ তারিখ বেইলী রোডে জাতীয় মহিলা সংস্থার বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব অডিটরিয়ামে জাতীয় মহিলা সংস্থা আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি প্রধান অতিথির বক্তৃতা দেন। আরও উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাছিমা বেগম এনডিসি।

২৩/০২/২০১৭ তারিখ বিকেলে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবসের 'আলোচনা সভা ও ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ' অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাছিমা বেগম এনডিসি।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এম.পি ০৯/০৩/২০১৭ তারিখ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এক র‍্যালির আয়োজন করেন। জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসী ফোরাম এবং অন্যান্য নারী ও শিশু সংগঠন উক্ত র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করে।

২৩ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখ রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আগামী প্রকাশনীর সহযোগিতায় 'মানস' আয়োজিত 'তামাক, মাদক ও নারী: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট' শীর্ষক আলোচনা সভা ও বই প্রকাশনা উৎসবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এম.পি প্রধান অতিথি উক্ত বই প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা জনাব সুলতানা কামাল এবং জনাব মালেকা বেগম প্রমুখ।

১১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ কক্সবাজারের শহীদ দৌলত ময়দানে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের কক্সবাজার জেলা কেন্দ্রের কোর্স সমাপ্তকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রধান অতিথি হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি ভাতা বিতরণ করেন।

জানুয়ারি ২০১৬ সালের ১৬ তারিখে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বারের সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় বাসের নিচে পিষ্ট হয়ে মারা যান অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সাবিহা আক্তার সোনালী (১৪)। সাবিহা বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর সংগীতের ছাত্রী ছিল। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে আর্থিক সাহায্যের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া ৫ লক্ষ টাকার চেকটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এম.পি সাবিহার বাবা জনাব জাকির হোসেন মোল্লা-কে হস্তান্তর করেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এম.পি ১৬ মে, ২০১৭ তারিখ ইস্কাটনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মিলনায়তনে ‘বিশ্ব মা দিবস’ উপলক্ষে স্বপ্ন জয়ী মায়েদের মাঝে বিশেষ সম্মাননা বিতরণ করেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি এর উপস্থিতিতে ৩০/০৫/২০১৭ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত Mikael Hemniti Winther এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসির মধ্যে নির্যাতিত নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় আইনী ও চিকিৎসা সেবা এবং কাউন্সিলিং প্রদানের জন্য নতুন ৯ টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ৭ টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল ও ৯ টি ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার স্থাপন বিষয়ে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

১৭ জুন, ২০১৭ ইস্কাটনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে জয়িতা বান্দরবনের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এম.পি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মাহমুদা শারমীন বেনুর সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি, মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মিজানুর রহমান, প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এম.পি। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ-২ এর মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব নজরুল ইসলাম বাবু প্রমুখ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪২তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উদযাপন উপলক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল-এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি। এছাড়া মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মাহমুদা শারমীন বেনুর সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মিজানুর রহমান প্রমুখ।

05 মার্চ, ২০১৭ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর **'নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা, বদলে যাবে বিশ্ব, কর্মে নতুন মাত্রা'** শিরোনামে জাতীয় প্রেসক্লাব ঢাকা এর সম্মুখে মানববন্ধন এর আয়োজন করা হয়। উক্ত মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি ও সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি প্রমুখ।

বিশ্ব মা দিবস-২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্রঃ "ফ্যাশন ডিজাইন ইউনিট (অপরাজিতা) স্থাপনের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর আধুনিকায়ন" কর্মসূচির অবহিতকরণ কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠান

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এম.পি ২০ মার্চ, ২০১৭ তারিখে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে "কমিশন অন দ্যা স্ট্যাটাস অব উইমেন (CSW)" এর ৬১তম সেশনে বাংলাদেশের Country Statement উপস্থাপন করেন। এবছরে সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল Women's Economic Empowerment in the Changing World of Work.

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে নারী সমাজের অগ্রসরতায় বিস্ময়কর সফলতা অর্জনের ফলে বাংলাদেশ আজ 'নারী ক্ষমতায়নে' বিশ্বের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। তিনি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০, নারী উন্নয়ন এজেন্ডা, জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়সমূহ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদেরকে ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মিজানুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

Local Consultative Group-Women Advancement and Gender Equality (LCG-WAGE) সভা। সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মিজানুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

“বাল্যবিয়ে রুখতে হলে, আওয়াজ তোল দলে দলে... ....” এই বিষয়কে সামনে নিয়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ দিবস-২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে সাইকেল র‍্যালির উদ্বোধন। অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নারী ও শিশুদের উন্নয়নের অংশ হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কনফারেন্স রুমে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মিজানুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকার সিরডাপ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মিজানুর রহমান প্রমুখ।

কন্যা শিশু দিবস ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়লের সচিব নাছিমা বেগম, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব মিজানুর রহমান প্রমুখ পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি।

১৩ এপ্রিল, ২০১৬ মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন আনয়নের জন্য 'মহিলা উন্নয়ন ভবন' এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ক্লাবে সংগঠিত করে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে কিশোর কিশোরীদের ক্ষমতায়ন কর্মসূচির বাৎসরিক কার্য পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম, এনডিসি।

29 জুন, ২০১৬ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে "Workshop on Service Innovation in Women affairs: Capturing Best Practices from the Field" বিষয়ক ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম, এনডিসি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।